BANGLADESH GAS FIELDS COMPANY LIMITED
(A COMPANY OF PETROBANGLA)

তথ্য আমার অধিকার থাকবেনা কেউ পিছিয়ে আর

RIGHT TO INFORMATION (RTI)

Published by: RTI, BGFCL

29 December 2024

ভূমিকা

তথ্য পাবে জনগন
দেশের হবে উন্নয়ন

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাকে গুণগত ও পরিমাণগতভাবে মূল্যায়নের জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Government Performance Management System) আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) প্রবর্তন করা হয়। এপিএ-এর মূল্যায়ন সূচিতে তথ্য অধিকার (RTI) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অন্তর্ভুক্ত আছে। এপিএ-এর মানবন্টন নিম্নরূপ:

ক্রঃ	কার্যক্রম		মানবন্টন	
১।	প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন		৭০	
২।	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত APA-এর ৫ টুলস্:		৩০	
	ক)	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১০	
	খ)	ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন (Innovation) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	১০	
	গ)	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৪	
	ঘ)	সিটিজেন চার্টার (CCT) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৩	
	ঙ)	তথ্য অধিকার (RTI) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	৩	

তথ্য অধিকার (RTI) আইন:

জনগণের তথ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রেস কমিশন ১৯৮৩ সালে তথ্য অধিকার আইনের পক্ষে সুপারিশ করে। ২০০২ সালে আইন কমিশনের কার্যপত্রের সূত্র ধরে তথ্য অধিকার আইনের দাবী জোরালো হলে ২০০৩ সালে আইন কমিশন তথ্য অধিকার আইনের একটি খসড়া সরকারের নিকট পেশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে 'তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ ২০০৮' জারি হয় এবং তদ্‌পরবর্তীতে এ অধ্যাদেশকে আইনে পরিবর্তন করে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' জারি হয়।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রণীত আইন

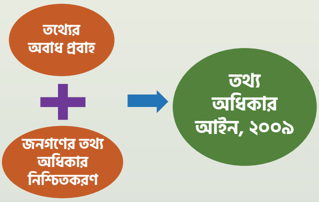

তথ্য অধিকার বিধিবিধান

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯
তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা, ২০১০
তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০
তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১

তথ্য কী? (ধারা ২(চ)

তথ্য অর্থে কোন কর্তৃপক্ষের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা ঐগুলির প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

তথ্য সরবরাহ (ধারা ৪)

প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোন নাগরিকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে।

তথ্যই শক্তি
তথ্যেই মুক্তি

তথ্য প্রদান কর্তৃপক্ষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সৃষ্ট কোন সংস্থা; সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা কার্যালয়; সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; সরকারী অর্থায়ন বা বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কোন বেসরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান; সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান।

আপীল কর্তৃপক্ষ

কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; ঊর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান।

তথ্য প্রকাশ (ধারা ৬)

- প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের সকল তথ্য নাগরিকগণের নিকট সহজলভ্যভাবে সূচিবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করবে।
- তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কর্তৃপক্ষ কোন তথ্য গোপন করতে বা তথ্যের সহজলভ্যতাকে সংকুচিত করতে পারবে না।
- প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর সার্বিক তথ্য সংবলিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করবে যেখানে নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবী, ঠিকানা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স ও ই-মেইল ঠিকানা থাকবে।

যে সকল তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয় (ধারা ৭)

- বাংলাদেশের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি; পররাষ্ট্রনীতির কোন বিষয়;
- জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিকার হানির কারণ হতে পারে; মন্ত্রিপরিষদ বা উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে উপস্থাপনীয় সার-সংক্ষেপসহ আনুষঙ্গিক দলিলাদি এবং বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত তথ্য।
- প্রচলিত আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্থ হতে পারে বা অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে; জনগণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা বিচারাধীন মামলার কার্যক্রম ব্যহত হতে পারে; আদালতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বা আদালত অবমাননার শামিল; কোন অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়া এবং অপরাধীর গ্রেফতার ও শাস্তিকে প্রভাবিত করতে পারে এরূপ তথ্য;
- ব্যক্তির জীবনের গোপনীয়তা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তার জন্য ব্যক্তি কর্তৃক গোপনে প্রদত্ত তথ্য; কোন ব্যক্তির আইন দ্বারা সংরক্ষিত গোপনীয় তথ্য;
- কৌশলগত ও বাণিজ্যিক কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় কারিগরী বা বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ তথ্য; পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষায় প্রদত্ত নম্বর সম্পর্কিত আগাম তথ্য; কোন ক্রয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ হবার পূর্বে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য; করহার পরিবর্তন, মুদ্রা বিনিময় ও সুদের হার পরিবর্তনের আগাম তথ্য।

তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধ (ধারা ৮)

কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন তথ্য প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট:

- লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারবেন;
- তথ্য কমিশনের নির্ধারিত আবেদন ফরম: "ফরম ক" তে আবেদন করতে হবে;
- আবেদনে অনুরোধকারীর নাম, ঠিকানা, ফ্যাক্স/ই-মেইল ঠিকানা; যে তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে তার নির্ভুল ও স্পষ্ট বর্ণনা; কোন পদ্ধতিতে তথ্য পেতে আগ্রহী তার বর্ণনা থাকতে হবে।

তথ্য অধিকার (RTI)-এর আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:

তথ্য অধিকার প্রতিপাদনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য, তথ্য বলতে কী বুঝায়, তথ্য অধিকার কি, তথ্য আবেদনকারীকে সহায়তা প্রদান, স্ব-প্রণোদিত তথা প্রকাশ, তথ্য আবেদন ফরম/ফরম্যাট সরবরাহ এবং আবেদিত তথ্য সরবরাহসহ এ আইনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে RTI বাস্তবায়ন গাইডলাইন অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন।

বিজিএফসিএল-এর তথ্য অধিকার সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ হলেন:

১। জনাব এম কে মাসুক, উপমহাব্যবস্থাপক (কম্প্রেসর মেইনটেন্যান্স)-তিতাস ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আরটিআই

২। জনাব মোহাম্মদ জোয়াদ আলী, উপমহাব্যবস্থাপক (নিরাপত্তা) ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আরটিআই

তথ্য পেলে জনগন
নিশ্চিত হবে সুশাসন

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল) এর সার্বিক তথ্য

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন পেট্রোবাংলার আওতাধীন বিজিএফসিএল সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি কোম্পানি। বিজিএফসিএল ১৯৫৬ সালের ৩০ মে করাচীতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানি (পিএসওসি) এর উত্তরসূরি। পিএসওসি বাংলাদেশে গ্যাস অনুসন্ধানে সবচেয়ে সফল কোম্পানি হিসেবে ১৯৬০-১৯৬৭ সময়কালে ৫টি গ্যাস ফিল্ড যথা: তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, রশিদপুর ও কৈলাসটিলা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়। এ ভূখণ্ডে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে পিএসওসি তাদের প্রধান কার্যালয় ১৯৬০ সালে চট্টগ্রামে স্থানান্তর করে। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে পিএসওসি বাংলাদেশ শেল ওয়েল কোম্পানী (বিএসওসি) নামে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং ১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর নাম পরিবর্তিত হয়ে ‘বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড’ হিসেবে নবযাত্রার সূচনা করে। ১৯৮৪ সালে কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্থানান্তরিত হয় এবং ২০০৪ সালে বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় কোম্পানির প্রধান কার্যালয় ভবন স্থাপিত হয়।

বিজিএফসিএল-এর গ্যাস ফিল্ডসমূহ

তিতাস ও হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড নিয়ে বিজিএফসিএল-এর অগ্রযাত্রা সূচিত হয়, যা পিএসওসি কর্তৃক যথাক্রমে ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালে আবিষ্কৃত হয়। দেশের বৃহত্তম তিতাস গ্যাস ফিল্ড ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় এবং হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলায় অবস্থিত। অপরদিকে পিএসওসি কর্তৃক ১৯৬৯ সালে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলায় আবিষ্কৃত **বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড**-এর গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের ত্রিবিধ দায়িত্ব দিয়ে ১৯৮০ সালের ৭ই জুন “বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড” নামে একটি মডেল কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তিতে কোম্পানিটির উৎপাদন অংশ তথা বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড ১৯৮৯ সালে বিজিএফসিএল-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

নরসিংদী গ্যাস ফিল্ড ১৯৯২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিজিএফসিএল-এর নিকট হস্তান্তর করা হয় যা পেট্রোবাংলার পূর্বতন প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ) কর্তৃক ১৯৯০ সালে আবিষ্কৃত হয়। বিজিএফসিএল নিজস্ব রিসোর্স ব্যবহার করে বাখরাবাদ ফিল্ড হতে একটি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট বিযুক্ত করে নরসিংদী ফিল্ডে স্থাপন করে এবং জুলাই ১৯৯৬ সালে গ্যাস উৎপাদন শুরু করে। গ্যাস ফিল্ডটি নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত।

মেঘনা গ্যাস ফিল্ড ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। পেট্রোবাংলার পূর্বতন পিআইইউ কর্তৃক ১৯৯০ সালে মেঘনা গ্যাস ফিল্ড আবিষ্কৃত হয়। মেঘনা গ্যাস ফিল্ড ১৯৯২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি বিজিএফসিএল-এর নিকট হস্তান্তর করা হলে বিজিএফসিএল নিজস্ব রিসোর্স ব্যবহার করে ফেনী ফিল্ড থেকে একটি এলটিএক্স গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট বিযুক্ত করে মেঘনা ফিল্ডে স্থাপন করে জুন ১৯৯৭ সালে গ্যাস উৎপাদন শুরু করে।

কামতা গ্যাস ফিল্ড বালু নদী বিধৌত জনপদ গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। পেট্রোবাংলা কর্তৃক ১৯৮২ সালে আবিষ্কৃত কামতা গ্যাস ফিল্ড হতে মে ১৯৮৪ সাল থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গ্যাস

যথাযথ তথ্য পেলে
জনগনের মুক্তি মেলে

উত্তোলন শুরু হয়। ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে ফিল্ডটি বিজিএফসিএল-এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। গ্যাসের সাথে অত্যধিক পানি আসায় ১৯৯১ সাল হতে কূপটির উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে এ ফিল্ডের অবশিষ্ট গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ১টি কূপ খননের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও পেট্রোবাংলা কর্তৃক ১৯৮১ সালে আবিষ্কৃত **ফেনী গ্যাস ফিল্ড** ১৯৮৯ সালে এবং বাপেক্স কর্তৃক আবিষ্কৃত **সালদানদী গ্যাস ফিল্ড** ১৯৯৭ সালে বিজিএফসিএল-এর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বিজিএফসিএল নিজস্ব রিসোর্স ব্যবহার করে নরসিংদী ফিল্ড থেকে একটি গ্যাস প্রসেস প্ল্যান্ট বিযুক্ত করে ফেনী ফিল্ডে স্থাপন করে জুন ১৯৯৫ সালে গ্যাস উৎপাদন শুরু করে। ১৯৯৮ সালে ফেনী ফিল্ডের দায়িত্ব IOC-এর নিকট প্রদান করা হলে বিজিএফসিএল ফেনী ফিল্ড হতে একটি গ্লাইকল ডিহাইড্রেশন টাইপ প্ল্যান্ট বিযুক্ত করে নিজস্ব রিসোর্সের মাধ্যমে সালদানদী গ্যাস ফিল্ডে স্থাপন করে ১৯৯৮ সালের মার্চ মাস হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু করে। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাপেক্স জুলাই ২০০১ সালে সালদানদী গ্যাস ফিল্ডটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাছাড়া, আইওসি সান্তোস কর্তৃক ২০১৩ সালে পরিত্যক্ত ঘোষিত দেশের একমাত্র অফশোর ফিল্ড, সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড (সিলিমপুর প্ল্যান্ট) দেখাশুনার জন্য ০৭-১০-২০১৩ তারিখে সাময়িকভাবে বিজিএফসিএল-কে প্রদান করা হয়।

বর্তমানে তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, নরসিংদী, মেঘনা ও কামতা গ্যাস ফিল্ড বিজিএফসিএল-এর পরিচালনাধীনে আছে যার মধ্যে কামতা ব্যতীত ৫টি ফিল্ড হতে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন করে জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

দেশের উন্নয়নে ভূমিকা

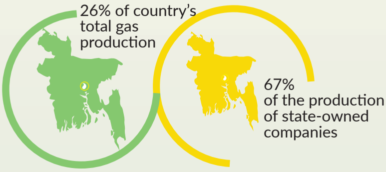

গ্যাস উৎপাদন: জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিজিএফসিএল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিজিএফসিএল ৫টি ফিল্ডের উৎপাদিত গ্যাস ২৯টি গ্যাস প্রসেস প্লান্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে বর্তমানে দৈনিক গড়ে প্রায় ৫১০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করছে যা দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ২৬% এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্যাস উৎপাদনের প্রায় ৬৭%।

গ্যাসের ব্যবহার

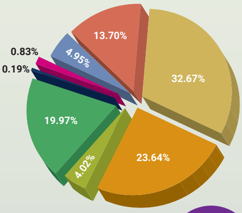

MMCM

Particulars	Sales
Power (PDB)	1903.416
Captive Power	1376.625
Fertilizer	234.002
Industrial	1162.885
Tea-Estate	10.864
Commercial	48.466
CNG	288.108
Domestic	797.937
Total	**5,822.303**

উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা

পিএসওসি ১৯৬২ ও ১৯৬৯ সালে তিতাস ফিল্ডে ০২টি কূপ খনন করে যা হতে ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে তৎকালীন জাতীয় গ্রিড লাইনের (তিতাস-ডেমরা ট্রান্সমিশন পাইপলাইন) মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়। পিএসওসি ১৯৬২ এবং ১৯৬৭ সালে হবিগঞ্জ ফিল্ডে ০২টি কূপ খনন করে এবং ১৯৬৮ সালে এ ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়। অপরদিকে ঔধঢ়বী (বিওডিসি) বাখরাবাদ ফিল্ডে ০৫টি কূপ খনন করে এবং ১৯৮৫-৮৬ সালে এ ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু হয়।

বিজিএফসিএল যাত্রা শুরুর পর উত্তরাধিকারভাবে প্রাপ্ত রিগ এবং জনবল ও প্রযুক্তি দিয়ে ১৯৮১-৮৯ সময়কালে তিতাস ফিল্ডে ৫টি, হবিগঞ্জ ফিল্ডে ০১টি এবং বাখরাবাদ ফিল্ডে ৩টি নতুন কূপ সফলভাবে খনন করে। পরবর্তীতে দেশের গ্যাস চাহিদা মেটাতে কোম্পানি তিতাস ফিল্ডে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে ২টি, ONGC-এর মাধ্যমে ৩টি ও বাপেক্সের মাধ্যমে ০২টি কূপ এবং হবিগঞ্জ ফিল্ডে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে ৩টি, ONGC এর মাধ্যমে ৩টি এবং বাপেক্স-এর মাধ্যমে ২টি কূপ খনন করে।

দেশের গ্যাস চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকায় এবং SDG লক্ষ্যমাত্রা সবার জন্য টেকসই জ্বালানি পূরণে দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজিএফসিএল ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। ফলে, বাস্তবায়িত ১৯টি প্রকল্পের মাধ্যমে নিম্নোল্লিখিত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদিত হয়:

তথ্য জেনে কাজ করি
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি

নতুন কূপ খনন (১৩টি)

ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের প্রকৃত অবস্থা জানা ও বিস্তৃতি নিরূপণের লক্ষ্যে তিতাস ফিল্ডে ২টি নতুন মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপ, গ্যাস উদগিরণ সমস্যা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে ৬টি মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কূপ, দ্রুত গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫টি নতুন কূপ খনন।

কূপ ওয়ার্কওভার (২১টি)

সাময়িকভাবে বন্ধ কূপকে পুনঃউৎপাদনে আনয়ন, ত্রুটিপূর্ণ কূপের নিরাপত্তা ও কাঙ্খিত উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে তিতাস ফিল্ডে ১৩টি, হবিগঞ্জ ফিল্ডে ২টি, বাখরাবাদ ফিল্ডে ৪টি, মেঘনা ফিল্ডে ১টি এবং নরসিংদী ফিল্ডে ১টি কূপের ওয়ার্কওভার।

৩-ডি সাইসমিক সার্ভে (১টি)

রিজার্ভয়ার স্ট্রাকচারে গ্যাস মজুদের পরিমাণ, স্ট্রাকচারের বিস্তৃতিসহ সার্বিক ভূ-তাত্ত্বিক কাঠামো নির্ণয়ের জন্য তিতাস স্ট্রাকচারের ৩৩৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় এবং বাখরাবাদ স্ট্রাকচারের ২১০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রথমবারের মত ৩-ডি সাইসমিক জরিপ পরিচালনা।

কম্প্রেসর স্থাপন (১৬টি)

গ্যাসের চাপ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে বিধায় জাতীয় গ্রিডের চাপের সাথে সমন্বয় করে গ্যাস সরবরাহ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত তিতাস লোকেশন-সি, তিতাস লোকেশন-এ, বাখরাবাদ এবং নরসিংদী ফিল্ডে ওয়েলহেড/বুষ্টার কম্প্রেসর স্থাপন।

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিজিএফসিএল-এর সম্ভাবনা ও সক্ষমতা

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। গ্যাসের আমদানী নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টিতে বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। পেট্রোবাংলার কর্মপরিকল্পনার আওতায় ২০২৫ সালের মধ্যে সম্পাদিতব্য ৫০টি গ্যাস কূপের উন্নয়ন কার্যক্রমে বিজিএফসিএল-এর ৮টি কূপের ওয়ার্কওভার ও ৬টি কূপ ড্রিলিং (২টি ডিপ-ড্রিলিংসহ) অন্তর্ভুক্ত আছে। এ লক্ষ্যে বিজিএফসিএল-এর কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপ:

চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম:

ক) তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডের কূপ থেকে নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্নভাবে জাতীয় গ্রিডে গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ৭টি কূপের ওয়ার্কওভার কার্যক্রম চলমান আছে।

খ) কূপসমূহের ওয়েলহেড চাপ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে উৎপাদিত গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি করে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে তিতাস লোকেশন-ই এবং জি-তে ৩টি করে মোট ৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

প্রস্তাবিত উন্নয়ন কার্যক্রম:

ক) গ্যাস রিসোর্স/রিজার্ভ আবিষ্কারের লক্ষ্যে অনুসন্ধান বক-৯ ও ১২ এর আওতায় হবিগঞ্জ ফিল্ড ও তদ্‌সংলগ্ন অবমুক্ত এলাকাসহ ৮৭৫ বর্গ কি.মি. এবং বাখরাবাদ ও মেঘনা ফিল্ডে ৫৭৫ বর্গ কি.মি. সহ সর্বমোট ১৪৫০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ;

খ) তিতাস ফিল্ডে ৩টি এবং কামতা ফিল্ডে ১টি সহ মোট ৪টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণ;

গ) তিতাস ও বাখরাবাদ স্ট্রাকচারে ৫৬০০ (±১০০) ও ৪৩৬০ (±১০০) মিটার (TVD) গভীরতায় দু'টি গভীর অনুসন্ধান কূপ খননের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণ।

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কার্যক্রম:

তিতাস ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ২০১০ সালে পরিচালিত ৩-ডি সাইসমিক জরিপের ডাটা ও প্রতিবেদন review করে নিম্নোক্ত উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা রয়েছে:

ক) তিতাস গ্যাস ফিল্ডে ১৬টি নতুন কূপ খনন, ৯টি মূল্যায়ন-কাম-উন্নয়ন কূপ খনন, তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ১৪টি (২টি গভীরসস্থ) অনুসন্ধান কূপ খনন, ২-ডি ও ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পন্নকরণ এবং তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে ১০টি কূপের ওয়ার্কওভার;

তথ্য পেলে জনগন
হবে দেশের উন্নয়ন

খ) বিজিএফসিএল-এর অধিক্ষেত্রসহ অনাবিষ্কৃত এলাকা অনুসন্ধান বক-১২ এর আওতায় তিতাস ও হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডের অন্তর্বর্তী এলাকায় ২-ডি সাইসমিক জরিপ এবং অনুসন্ধান বক-৯, ১২ ও ১১ এর কিয়দংশে তিতাস গ্যাস ফিল্ডের উত্তর পশ্চিমে ও নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডের উত্তর পূর্বে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পন্নকরণ;

গ) বাপেক্স কর্তৃক নরসিংদী গ্যাস ক্ষেত্রে ৩-ডি সাইসমিক জরিপ প্রতিবেদনের উল্লেখ অনুযায়ী High-Risk Mitigation এবং Lead সমূহকে খননযোগ্য Prospect এ রূপান্তরের লক্ষ্যে নরসিংদী গ্যাস ফিল্ডের ৩-ডি সাইসমিক ডাটা ও প্রতিবেদনসমূহ Reprocess এবং Reinterpretation করে পুনঃমূল্যায়ন (Review)।

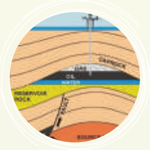

গ্যাসের মজুদ: বিজিএফসিএল-এর নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান BGP Inc. China National Petroleum Corporation কর্তৃক প্রদত্ত গ্যাসের মজুদ পুনর্মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী তিতাস, বাখরাবাদ ও কামতা ফিল্ড এর উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ৮,৫৫৩.৪৪ বিলিয়ন ঘনফুট এবং হাইড্রোকার্বন ইউনিটের নিয়োজিত Gustavson Associates, USA এর প্রতিবেদন অনুযায়ী হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও মেঘনা গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মোট মজুদের পরিমাণ ৩,২৩৩.০০ বিলিয়ন ঘনফুট অর্থাৎ উত্তোলনযোগ্য সর্বমোট ১১,৭৮৬.৪৪ বিলিয়ন ঘনফুট যার মধ্যে ৬টি গ্যাস ফিল্ড হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত উত্তোলিত গ্যাসের পরিমাণ ৯,৪৫৩.৫৩ বিলিয়ন ঘনফুট বা ৮০.২১%।

আর্থিক অবস্থা

অনুমোদিত মূলধন: কোম্পানির বর্তমান অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকা, যা প্রতিটি ১০.০০ টাকা মূল্যমানের ১২০ কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত।

পরিশোধিত মূলধন: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির মোট পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০৩৫,৬৯,৯০,৫৬০ টাকা।

সম্পদ ও দায়

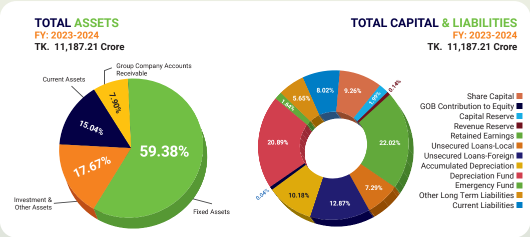

সরকারি কোষাগারে জমা: কোম্পানি কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সরকারি কোষাগারে ১১১৭.৩৩ কোটি টাকা জমা দেয়া হয়েছে।

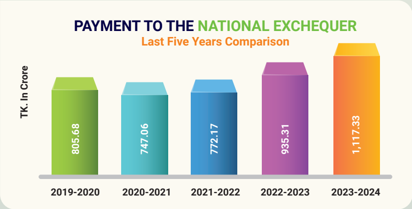

সার্বিক উন্নয়ন-সহযোগী কার্যক্রম

মানবসম্পদ

কোম্পানিতে বর্তমানে ৩০২ জন কর্মকর্তা এবং ৪৬৮ জন কর্মচারী অর্থাৎ সর্বমোট ৭৭০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। এছাড়া, সহকারী ব্যবস্থাপক/সমমান মোট ১০৭টি শূন্য পদে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

HRD মানবসম্পদ উন্নয়ন

দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে কোম্পানি বিভিন্ন স্বনামধন্য দেশী ও বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কারিগরি ও অন্যান্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এছাড়া, কোম্পানির নিজস্ব এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে রিসোর্স পার্সন আমন্ত্রণের মাধ্যমেও বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে স্থানীয় প্রশিক্ষণে ৩৭৮ জন, ইন-হাউস প্রশিক্ষণ ও শিখন সেশনের আওতায় ৮৮৩ জন, অন্যান্য প্রশিক্ষণে ১৯৪ জন এবং প্রকল্প চুক্তির আওতায় ১৭জন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ভিজিটে অংশগ্রহণ করে।

তথ্যেই শক্তি

জানবো জানাবো- দুর্নীতি রুখবো

পরিবেশ সংরক্ষণ

কোম্পানির অপারেশনাল এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ মেনে চলা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র গ্রহণ/নবায়ন করা হয়। পেট্রোবাংলার ইএসএমএস (এনভায়রনমেন্ট এন্ড সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) এর আওতায় প্লান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সময় পরিবেশ দূষণ এড়াতে বিশেষ সতর্কতার পাশাপাশি গ্যাস কূপ থেকে উৎপাদিত পানি ইটিপির মাধ্যমে শোধন করা হয়। পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা এবং প্লাস্টিক পণ্য বর্জন অব্যাহত আছে।

নিরাপত্তা

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনকারী জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বিবেচনায় এর ৩টি স্থাপনা কেপিআই (Key Point Installation) ১(ক) শ্রেণিভুক্ত এবং ২টি স্থাপনা ১(খ) শ্রেণিভুক্ত। কেপিআই ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের বিদ্যমান নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও ভবিষ্যতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ সংক্রান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করা হয়। নিরাপত্তা কাজে ৯২জন স্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী এবং ৬২৯ জন অঙ্গীভূত আনসার ও ১৭জন বেসরকারি নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োজিত আছেন। বিভিন্ন ফিল্ডের উচ্চচাপ ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস গ্যাদারিং ও কনডেনসেট সঞ্চালন পাইপলাইনের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ২৫ জন ওয়াচম্যান পালাক্রমে নিয়োজিত আছেন। এছাড়া, ২৭৮টি আইপি/সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি অব্যাহত আছে।

অগ্নি নিরাপত্তা

সম্ভাব্য অগ্নি-দুর্ঘটনা মোকাবেলার লক্ষ্যে কোম্পানির বিভিন্ন ফিল্ড/স্থাপনায় নিয়োজিত অগ্নি নির্বাপণ কর্মীগণ সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফিল্ডগুলোর অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থায় ফায়ার টেন্ডার ভেহিক্যাল, ফায়ার হাইড্রেন্ট সিস্টেম, Inline Inductor ও Foam Making Branch Pipe, কনডেনসেট স্টোরেজ ট্যাংকে ফোম সিস্টেম, ওয়াটার কুলিং (স্প্রিংকলার) সিস্টেম ও লাইটনিং এরেস্টার স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন ফিল্ড/স্থাপনায় নাইট্রোজেন ব্যাংক, পোর্টেবল ফোম ট্যাংক এবং বিভিন্ন ওজনের পর্যাপ্ত সংখ্যক পোর্টেবল ও ট্রলি টাইপ ফায়ার এক্সটিংগুইশার অগ্নি-সংবেদনশীল স্থানে সংরক্ষিত আছে। অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, অগ্নিকাণ্ড মোকাবেলা এবং এ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথারীতি ফায়ার ড্রিলের আয়োজন করা হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক দায়বদ্ধতা

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে কোম্পানি বিভিন্ন শিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ, ধর্মীয় এবং সুবিধাবঞ্চিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কোম্পানির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, শীত মৌসুমে প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ চলাকালীন দুঃস্থ ও অসহায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ এবং দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাব্য উত্তরণ

দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কোম্পানির গ্যাস উৎপাদন অব্যাহত/বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নয়ন/অনুসন্ধান কূপ (ডিপ) খনন, বিদ্যমান কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, গ্যাস কম্প্রেসর/প্রসেস প্লান্ট স্থাপন, ২-ডি/৩-ডি সাইসমিক সার্ভে কার্যক্রম অত্যন্ত তৎপরতার সাথে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন প্রযুক্তির কম্প্রেসরসমূহ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বিদ্যমান জনবল দ্বারা সম্পাদনের পাশাপাশি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে। গ্যাসের সাথে পানি উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিধায় অতিরিক্ত পরিমাণ পানি পরিবেশ বান্ধবভাবে নিষ্কাশনের লক্ষ্যে ETP স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ব্যয় এবং ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় সংকুলানসহ ডিএসএল পরিশোধের লক্ষ্যে কোম্পানির আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

BANGLADESH GAS FIELDS COMPANY LIMITED
(A COMPANY OF PETROBANGLA)

Head Office: Birashar, Brahmanbaria
Dhaka Liaison Office: Petrocentre (14th Floor)
Petrobangla, Kawranbazar, Dhaka
02334428141, 02334427889, 0238189506
www.bgfcl.org.bd, md@bgfcl.org.bd